The Distinct and Self-Sufficient Nature of the Islamic Economic System

Md. Ishaq*

ARTICLE INFORMATION

Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre
Issue- 29, Vol.-13, June 2024
ISSN:1997 – 857X (Print)
DOI:

Received: 01 April 2024
Received in revised form: 22 June 2024
Accepted: 26 June 2024

ABSTRACT

The importance of the economy in human life is immense. Its significance has grown enormously in the present age due to various reasons. Several economic doctrines have emerged based on class divisions, exploitation, and deprivation. Since the era of the Khulafa-e-Rashidun, the social, political, and economic ideals of Islam have rarely been reflected in Muslim societies, and their practice has also diminished over time. Especially in light of the changing circumstances of the modern era, there is a dire need for suitable books that explore the economic ideals and systems of Islam. This gap is even more noticeable in the Bengali language. Every society has a philosophy of life that guides its worldly activities. For Muslims, this foundation is the Holy Quran, Sahih Hadith, Ijma, and Qiyas, emphasizing Tawhid, Risalat, and Akhirat. These core beliefs shape the faith of Muslims and influence every aspect of their lives and work. Since economics constitutes a large part of life and work, the principles of Tawhid, Risalat, and Akhirat are equally relevant in this sphere. Based on this philosophy, Islamic economic activities revolve around a prosperous and dynamic economic system. Islamic economics is a crucial part of the Islamic philosophy of life, with the Qur'an and Hadith serving as its primary sources. Islamic scholars and economists have explored this subject throughout history. Islam is a complete way of life, and Islamic economics is an essential branch of its system, serving as a means to achieve broader Islamic objectives. This article aims to reflect on such insights.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার এবং আমাদের প্রিয় নবির প্রতি দরুদ ও সালাম। সাধারণ অর্থশাস্ত্র নৈতিকতা নিরপেক্ষ, কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থাতে নৈতিকতা একটি নিয়ামকশক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে অর্থনীতির

* Associate professor and Head, Department of Islamic Studies, Shanto-Marian University of Creative Technology, Uttara Dhaka.1230. ishaque055@gmail.com

বিষয়বস্তুর মধ্যে নৈতিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। কারণ ইসলামি অর্থনীতি ঈমানদার লোকদের কার্যকলাপ নিয়েই আলোচনা করে না বরং এটা মু'মিনগণের জনহিতকর কার্যাবলি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দেয় তাই, এটা একটি অনন্য সাধারণ শাস্ত্র। মুসলিমগণের সবকিছুই পবিত্র কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান ও উরফের আওতায় পরিচালিত এবং শরী'আর নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কারণে ইসলামি অর্থব্যবস্থা লাগামহীন নয় কিন্তু মানব কল্যাণমূলক ও মানববান্ধব। এ অর্থনীতি বাস্তবায়িত হলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের পাহাড় গড়ে উঠে না বরং এক ভারসম্যপূর্ণ পরিশীলিত ও পবিত্র আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সুবাতাস বইতে থাকবে। পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। অবশ্য ইতোমধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছে। বিশ্বের দুই একটি দেশ ব্যতীত সব দেশেই বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার জয়জয়কার। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক মতবাদ। ইসলামি অর্থব্যবস্থা এ দু'ধারার অর্থব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর ও চিরন্তন। ইসলামি অর্থব্যবস্থা সর্বাবস্থায় মানব কল্যাণমূলক ও চির প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থা। জীবিকার হ্রাস-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকর্তার কুদরতের করায়ত্তে কিন্তু তাঁর অকাট্য বাণী (পবিত্র কুরআন) নির্দেশও দিয়েছে যে, পৃথিবীর বিত্তবানদের ধন-সম্পদের অন্তর্নিহিত রহস্য সামাজিক বা জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ পৃথিবীতে কোথাও কাউকে অভাবী ও অভুক্ত থাকতে বাধ্য করা স্বয়ং এই ব্যবস্থারই অমার্জনীয় অপরাধ। যে ব্যবস্থায় এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সূচনাতেই তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"মানুষের দুষ্কর্মের দরুন জলে স্থলে নিদারুণ দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। কৃতকর্মের স্বাদ তাদের চাখতে হবে। তাতে তারা ফিরে আসবে।"[১]

সুতরাং অঢেল ধন-সম্পদশালী ও ভুখা-নাঙ্গা মানুষকে এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে যারা অন্যায় ব্যবস্থাকে মহান আল্লাহর সাথে জড়িত করে, তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তি বিধায়ক আইন-কানুন সর্ম্পকে খবর রাখে না।

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

প্রাচীন, আধুনিক ও ইসলামি অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন অভিমত, গবেষণা বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে যা পাওয়া গেলো তাতে অর্থব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের লেখায় স্থান পায়নি। সে বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দর, সাবলিল ভাষায় ও বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করই হলো এ গবেষণার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। তা হলো- ইসলামি অর্থব্যবস্থা স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা, এটা স্থায়ী ও আর্থিক সমস্যা সমাধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া ইসলামের মূলনীতি এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)ও খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর কর্মময় জীবনধারা ও কর্মপন্থাই ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি। আর সাম্য, শান্তি, নিরাপত্তা ও

জনকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আমলে গৃহীত কর্মপদ্ধতি ও কর্মব্যবস্থা পৃথিবীর সকল অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতির তুলনায় অনেক উন্নতমানের।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে: (প্রস্তাবনামূলক) প্রথমত: পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, এরপর (প্রামাণিক) প্রস্তাবনাসমূহকে প্রমাণের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অতঃপর (বর্ণনামূলক) সেগুলোকে বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এরপর (উদ্ভাবন) সুচিন্তিতভাবে সেগুলো থেকে ফলাফল অন্বেষণ করা হয়েছে।

পূর্ব গবেষণা

আধুনিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিষয়ে ইতোপূর্বে অনেক লেখক ও গবেষক বিভিন্ন বই-পুস্তক, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ড. শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *ইসলামে অর্থ বাংকিং ও বিমা ব্যবস্থা*, অক্টোবর ২০১৫; মুফতী মুহাম্মাদ ইছহাক, *দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা*, জুন ২০০৭; মাওলানা আব্দুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, জুন ১৯৮২; মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, জুন, ১৯৮৩। উল্লিখিত বইয়ের লেখকগণ ইসলামের অর্থব্যস্থার সংজ্ঞা, উৎস, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, জন-কল্যাণমূলক, আধুনিক অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে তুলনা করেছেন এবং এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫; ড. এ. আর. খান, *পল্লী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং*, জুন ১৯৮৯; আল-কারদাভী, ইউসুফ, *ফিকহুয যাকাত*, ২০১৩ ; আল-কারযাভী, ইউসুফ, *ইসলামের যাকাত বিধান*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ১৯৮২।

উপরিউক্ত গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে, ইসলামি অর্থব্যবস্থার সুফল, যা সুদমুক্ত, অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক মুক্তির উপায়, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি, পরকালে নাজাতের পথ সুগম ও আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

Ahmed, Ausaf, *Development and Problems of Islamic Banks*, 1987 ; Al-Lababidi, *Islamic Economics : A Comparative Study*, 1980 ; Chapra. M. Umer, *Isalm and the Economic Challenge*, 1992.

উপরে উল্লিখিত লেখকগণ ইসলামি অর্থব্যবস্থার অর্থিক সমাধান, উপার্জন, ব্যয়ের মৌলিক নীতিমালা, বন্টনের সকল ক্ষেত্র ও জনস্বাস্থ্য এবং জনস্বার্থকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা আধুনিক অর্থব্যবস্থা ও সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উপরিউক্ত বইসমূহ ও গবেষণায় আধুনিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলামি অর্থব্যবস্থার ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্থায়ী ও নিরাপদ অর্থব্যবস্থা তা পরিপূর্ণভাবে তাদের আলোচনায় প্রকাশ পায় নি। এ কারণেই বক্ষমাণ, গবেষণায় এ বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর, সাবলিলভাবে বোধগম্য উপায়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থা যে একটি স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী অর্থব্যবস্থা তা প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। ফলে পাঠকবৃন্দ ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরে পাবে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় অঙ্গনে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা

অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি বৃহত্তম শাখা। তা সমাজবদ্ধ মানুষের আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তাই অর্থনীতি বলতে এমন এক বিষয় বুঝায় যা মানুষের অর্থসংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করে। সমাজবদ্ধ কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তারা পরস্পরের প্রতি র্নিভরশীল। তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অপরিসীম। কিন্তু তাদের শক্তি ও সামর্থ্য সীমিত। পারস্পারিক লেনদেনের মাধ্যমেই তারা নিজেদের অভাব-অনটন দূর করে থাকে। এজন্য মানব সমাজে বিনিময় প্রথার উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদগণের সংজ্ঞার উত্তর স্বরূপ বর্তমানে ইসলামি চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সময় ইসলামি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অর্থনীতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক মতানৈক্য বিদ্যমান। সময় ও সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও নানা পরিবর্তন এসেছে।

১. **ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের ভাষায়**, 'অর্থনীতি হচ্ছে মানবজীবনের সাধারণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা' Economies is the study of mankind in the ordinary business. এ সংজ্ঞা অনুযায়ী একদিকে সম্পদ অন্যদিকে মানুষ ও তার মঙ্গল অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।[২]

২. অধ্যাপক লিওনেল রবিনস এর মতে, 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা অসীম চাহিদা ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমাবদ্ধ উপায়ের মধ্যে সম্বয় সাধনে মানব আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।'

Economics is a science which studies human behavior as relationship between ends and scarces means which have alternative uses.[৩]

৩. **মানব কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে আর. এ. ইলে বলেন**, 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানব জীবনের সীমাহীন বৈচিত্র্যময় দিক ও বিভাগসমূহের অনুভব ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধিকে অসাধারণ পরিমাণবর্ধিত করার আহবান জানায়।'

Economics is a science, but something more than a science, a science that thought with the infinite variety of human life calling not only for systematic. Ordered thinking, but human sympathy imagination and in an unusual degree for the saving grace of commonsense.[৪]

উল্লিখিত অর্থনীতিবিদগণের সংজ্ঞায় যে সব ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তা হল- গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের অর্থনীতির সংজ্ঞার সাথে বর্তমান অর্থনীতিবিদগণ একমত নন, কারণ তার সংজ্ঞা সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত নয়। আর ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আল ফ্রেডের সংজ্ঞায় অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত জটিল করে দিয়েছে। বলা যায় বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায় নেই। অধ্যাপক লিওনেল রবিনস এর সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনোটির উল্লেখ নেই। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর এবং ব্যবহার্য উপকরণগুলো অপ্রাচুর্যের উল্লেখ রয়েছে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা

ইসলামি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞায় মুসলিম চিন্তাবিদগণ বলেছেন-

৪. ড. এস, এম, হাসানুজ্জামান বলেন, `Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable time to perform their obligations to Allah and the society'
অর্থাৎ 'ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে শরী'আর বিধি-বিধান সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ যা বস্তু সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ, যেন এর ফলে মানবমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।[৫]

৫. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. এম. উমার চাপরা বলেন, 'Islamic Economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of seare resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.'
'ইসলামি অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুস্প্রাপ্য সম্পদেও বন্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সমষ্টিগত অর্থনীতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।'[৬]

৬. প্রখ্যাত গবেষক অর্থনীতিবিদ ড.এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, 'Islamic Economics is the Muslim thinkers response to the Economic challenges of their times. In this endeavor they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience. 'অর্থাৎ সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাবই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি।[৭]

৭. অধ্যাপক খুরশীদ আলম বলেন, 'The first premise which we want too establish is that Economics in an Islamic Framework operates with its feet firmly rooted in the value path in embodied in the Quran and the sunnah.'
'যে কথা আমরা প্রথমে বলতে চাই তা হল, ইসলামি কাঠামোতে অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের গভীরে দৃঢ়ভাবে পদচারণা করে কাজ করে।[৮]

قال د.عبلة عبد الحميد بخاري الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة

ড. আবলাতা আবদুল হামিদ বোখারি বলেন, ইসলামি অর্থনীতি হলো অর্থনৈতিক নীতি ও নীতির সমষ্টি যা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে এবং যা পরিস্থিতির সাথে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যায়। ইসলামি অর্থনীতি সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে করা হয়।

এ সংজ্ঞা থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নীতিমালাগুলো এমন যা কখনো পরিবর্তন করা যায় না, কারণ সেগুলো পবিবর্তনশীল পরিস্থিতি নির্বিশেষে সময় ও স্থানের সাথে বৈধ, যেমন যাকাত।[৯]

ইসলামি চিন্তাবিদগণ, ইসলামি অর্থব্যবস্থার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এতে ইসলামি অর্থব্যব্যস্থার বিভিন্ন দিক উল্লেখ ও আলোচনা উপস্থিত থাকলেও ইসলামি অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থার যা স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তা তাদের গবেষণায় অবর্তমান। নিম্নের আলোচনায় তার সত্যয়ন লক্ষ্য করা যায়।
বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, (জেদ্দা, সৌদি আরব) এর একজন শিক্ষাবিদ বলেন,

يرى بعض الكتاب أن الفرق بين نظريات النمو ونظريات التنمية إنما يتمثل في تركز نظريات النمو على توازن الاستثمار مع الادخار، في حين تركز نظريات التنمية على التوازن بين التراكم الرأسمالي والزيادة السكانية وتكيفهما معا. وهذا الفرق رغم كونه لا يشكل تمييزا علميا إلا أنه يفيد في كونه تمييز للنظريات المتعلقة بالدول المتخلفة عن تلك المتعلقة بالدول المتقدمة رأسمالية أو اشتراكية. وعلى ذلك يحتوي الفكر الاقتصادي على مجموعتين من النظريات، تتناول الأولى النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، لتهتم الأخرى بظروف التنمية الاقتصادية بالبلدان المتخلفة .ورغم أن المشكلة الاقتصادية وجدت منذ بدء الخليقة إلا أن النظريات العلمية الاقتصادية لم تبدأ بالظهور سوى مع خروج كتاب آدم

سميث "ثروة الأمم" إلى النور عام ١٧٧٦ كانت هناك أفكار اقتصادية يبثها رجال الدين والفلاسفة والسياسيون، أما الاقتصاديون فلم يكن لهم وجود.

কিছু লেখক বিশ্বাস করেন যে বৃদ্ধি তত্ত্ব এবং উন্নয়ন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য হল বৃদ্ধি তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগের ভারসাম্যের উপর, যখন উন্নয়ন তত্ত্বগুলি সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্যের উপর ফোকাস করে পুঁজিবাদ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং তাদের অভিযোজন একসাথে। যদিও এই পার্থক্য একটি বৈজ্ঞানিক পার্থক্য গঠন করে না, অথচ এটি দরকারী। এতে অনুন্নত দেশগুলির সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে আলাদা করে। সমাজতন্ত্র অনুসাারে, অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় দু'টি তত্ত্ব রয়েছে, প্রথমটি বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আর অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থার সাথে উদ্বিগ্ন। সৃষ্টির শুরু থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের সূচনা হয়নি। ১৯৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথের দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস প্রকাশের সাথে সাথেই ধারণাগুলি বিদ্যমান ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়গুলি ধর্মগুরু, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদগণের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে অর্থনীতিবিদদের অস্তিত্ব ছিল না।[১০]

Historical development of economicsThe effective birth of economics as a separate discipline may be traced to the year 1776, when the Scottish philosopher Adam Smith published An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. There was, of course, economics before Smith: the Greeks made significant contributions, as did the medieval scholastics, and from the 15th to the 18th century an enormous amount of pamphlet literature discussed and developed the implications of economic nationalism (a body of thought now known as mercantilism). It was Smith, however, who wrote the first full-scale treatise on economics and, by his magisterial influence, founded what later generations were to call the "English school of classical political economy," known today as classical economics.

একটি পৃথক শৃঙ্খলা হিসাবে অর্থনীতির কার্যকর জন্ম ১৯৭৬ সালে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যখন স্কটিশ দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ জাতির সম্পদের প্রকৃতি এবং কারণগুলির একটি অনুসন্ধান প্রকাশ করেছিলেন। স্মিথের আগে অবশ্যই অর্থনীতি ছিল: মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিকদের মতো গ্রীকরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল এবং ১৫-১৮ শতকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্যামফলেট সাহিত্য অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের (এখন চিন্তার একটি অঙ্গ) এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা ও বিকাশ করেছিল যা বাণিজ্যবাদ নামে পরিচিত। তবে স্মিথই ছিলেন অর্থনীতির উপর প্রথম পূর্ণ-স্কেল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তাঁর ম্যাজিস্ট্রিয়াল প্রভাবের দ্বারা, পরবর্তী প্রজন্মরা যাকে "শাস্ত্রীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির ইংরেজি স্কুল" নামে অভিহিত করেছিল তা আজ ধ্রুপদী নামে অর্থনীতি নামে পরিচিত।[১১]

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা একটি প্রগতিশীল যুগোপযোগী ব্যবস্থা, এতে রয়েছে কতিপয় নীতি মালা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. ধন-সম্পদ ও তা উপার্জনের মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণির হাতে সীমিত হয়ে জনগণের জীবনযাপন ধ্বংসের কারণ হওয়া হারাম। ২. ব্যক্তি-মালিকানায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ৩. ব্যক্তি-মালিকানা সামাজিক দায়িত্বের অধীন। ৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও শ্রেণিগত বৈষম্য দূর করার উপর প্রতিষ্ঠিত। ৫. সাধারণ অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৬. অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করা অভিশাপ। ৭. সম্পদ জমা ও কুক্ষিগত করা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন থেকে দূরে থাকার কোনো অবকাশ নেই। ৮. বংশগত, পারিবারিক, শ্রেণিগত ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য এক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়। ৯. এ ব্যবস্থায় নিরংকুশভাবে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়। ১০. এতে আয় ও ব্যয়ের নীতিমালা বিদ্যমান। ১১. এর সকল নীতিমালা মানব রচিত নয়। ১২. এতে মধ্যপন্থী এবং নিয়ন্ত্রিত নীতিমালার প্রবর্তক। ১৩. এ ব্যবস্থায় পরকালের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ১৪. ধন-সম্পদ ও উৎপাদন মাধ্যমে ব্যক্তি-মালিকানার স্বীকৃতির সাথে সাথে তার সীমা নির্ধারণ করতে হবে। ১৫. জীবনযাপনের অধিকারে সমতার স্বীকৃতির সাথে সাথে জীবন ব্যবস্থার দিক থেকে মর্যাদাগত পার্থক্য স্বীকার করতে হবে এবং এই সঙ্গে সম্পদ কুক্ষিগতকরণ থেকে বিরত রাখতে হবে। [১২]

ফ্যাসিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১. ধন-সম্পদ ও তা উপার্জনের মাধ্যম অবশ্যই বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থে হতে হবে।
২. ব্যক্তি-মালিকানার কোনো সীমানা নির্ধারিত নেই।
৩. ব্যক্তি-মালিকানা সামাজিক দায়িত্ব ও জনস্বার্থ থেকে সর্ম্পূণ মুক্ত।
৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ বিশেষ শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।
৫. অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ধ্বংস মন্দ বাজার।
৬. অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিকে দাসত্ব ও পরাধীনাতার শৃংখলাবদ্ধ করা অবশম্ভাবী ব্যাপার।
৭. সম্পদ জমা ও কুক্ষিগত করা অর্থনৈতিক সফলতার পূর্ব শর্ত।
৮. বংশগত, ভৌগোলিক ও শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার।[১৩]

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিষয়

মাকর্সীয় দর্শনে শুধু অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অর্থনৈতিক বিষয়ের অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রকে পরস্পরের নিকটবর্তী

দেখতে পাই। যদিও কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতার দরুণ একই প্রান্তরে উভয়ের পথ সম্পূর্ণ পৃথক, তবুও উভয়কে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমভাবে সোচ্চার দেখা যায়।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে।

১. ধন-সম্পদ জমা করার মন্দ পদ্ধতি এবং সম্পদ বিশেষ শ্রেণির হাতে কুক্ষিগতকরণ ইসলাম ও সমাজতন্ত্র কেউই বৈধ মনে করে না। উভয়ে এই দুইটি বিষয়কে বাতিল ও অর্থনৈতিক জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করে।

২. উভয়ে এ বিষয়টি অত্যাবশ্যক মনে করে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ সাধারণ মানুষের আর্থিক কল্যাণ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সবাইকে তার জীবনোপায়ের অংশ পেতে হবে এবং কেউই তা থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

৩. উভয়ের দাবি হল, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে ভৌগোলিক, শ্রেণিগত, বংশগত, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান অধিকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

৪. উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, ব্যক্তির অধিকারের চাইতে সামাজিক অধিকার অগ্রাধিকার পাবে।

৫. উভয়ের মধ্যে এ বিষযটিও স্বীকৃত যে, আর্থিক শোষণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শাসক-শাসিত ও প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কায়েম হতে পারে না। যেখানে এরূপ অবস্থা বিরাজ করছে, তা ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে উভয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুইটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এগুলোতে কোনো প্রকারেই সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায় না। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতমুখী বিষয় দু'টি হলো

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ক. ধন-সম্পদ ও উৎপাদনের বিষয়ে ব্যক্তি-মালিকানা নির্মূল করে দিতে হবে।

খ. জীবনব্যবস্থার দিক থেকে কোনো প্রকার মর্যাদাগত পার্থক্য অস্বীকার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সমাজে সমতা স্বীকার করতে হবে। এ দু'টি বিষয় ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অনুমোদিত নয়। [১৪]

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

১. এ ব্যবস্থায় অবাধ ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বার্থ স্বীকৃত। ২. এতে আয় ও ব্যয়ের কোনো নীতি-পদ্ধতি নেই ৩. এর নীতিমালা, তত্ত্বও সূত্র মানব রচিত ৪. এ ব্যবস্থায় সকল কিছুই সাধ্যের সর্বোচ্চসীমা পর্যন্ত প্রসারিত ৫. এ পদ্ধতিতে পরকালে কোনো ব্যাপার নেই, ইত্যাদি।

উপরিউক্ত তুলনার মাধ্যমে একথা সহজে অনুমান করা যায় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ফ্যাসিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মধ্যে এমন কোনো অভিন্ন বিষয় নেই যার মাধ্যমে

উভয়ের ভিতর সমঝোতা হতে পারে। পুঁজিবাদ ও ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রর্বতন করেছে তা মানুষের আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করলেও উদ্দেশ্য, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি দিক বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। [১৫]

ইসলামি অর্থনীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য শাখা হিসেবে এর অর্থনীতি ইসলামি আদর্শের মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি উপলক্ষ ও উপকরণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। যা যুগে যুগে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণের রচনায় স্থান পেয়েছে। নিম্নে ইসলামি অর্থনীতির স্বরূপ, বৈশিষ্ট তথা মূলনীতিগুলো তুলে ধরা হলো।

অর্থনীতি সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনের নীতিমালা

অর্থনীতি সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনের নীতিমালা হলো এই যে, রিযিক ও জীবিকা সংস্থানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। প্রতিটি মানুষের জীবিকার দায়িত্ব একমাত্র তাঁর। মহান আল্লাহর সাধারণ নিয়ম ও কৌশল ধারা হলো পৃথিবীর বৈচিত্রময় পরিবেশে মানুষের জীবিকায় গুণ ও মানগত পার্থক্য হতে পারে কিন্ত ধনী-দরিদ্রের স্বভাবজাত বিভাগ সৃষ্টি সত্ত্বেও পৃথিবীতে একটি লোককেও তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিকার অধিকার সবার জন্য সমান। এই সমতায় আল্লাহ তা'আলা কাউকেই হস্তক্ষেপ করার অধিকার দান করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব তার। এ সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّاعَلَى اللهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। [১৬]

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের জীবিকা এবং যে বস্তুর তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলো আকাশে (আল্লাহর জিম্মায়) রয়েছে।'[১৭]

وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

অর্থাৎ (দারিদ্রের ভয়ে) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও। [১৮]

اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ

অর্থাৎ নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা জীবিকা প্রদানকারী (এবং) অত্যন্ত শক্তিশালী।[১৯]

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ.

অর্থাৎ আমরা তোমাদের জন্য এবং যাদের তোমরা জীবিকা প্রদান করো না, তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবিকার উপকরণ তৈরি করে রেখেছি। [২০]

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'তিনি (আল্লাহ তা'আলা) সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[২১]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলো গোত্র, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এসব বাণীর সার কথা হচ্ছে, জীবিকা ও জীবনযাপন আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন কোষাগারের দান। তা থেকে প্রতিটি প্রাণীর উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার রয়েছে। [২২]

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّىْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ এবং আল্লাহ তা'আলা জীবিকার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদা দান করেছেন। যাদের বেশি দেয়া হয়েছে,তারা তা সবাই সমান হওয়ার জন্য অধীনস্তদের দিয়ে দেয় না। এটা কি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন হচ্ছে না?[২৩]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে জীবিকার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা পরিস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরও একে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকেই অস্বীকার করা।

হাদিসের ভাষায় অর্থব্যবস্থা

কেউ প্রয়োজনের অতিক্তি আঁকড়ে রাখলে তার অবস্থা কি হবে, তা কারো অজানা নয় (অর্থাৎ সে আত্মসাৎকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে)।[২৪]

প্রখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ ইবন হাযেম জাহিরী 'মহাল্লা' গ্রন্থে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। যথা:
হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যার নিকট প্রয়োজনের বেশি শক্তি সামর্থ্যের উপকরণ রয়েছে, সেটা দুর্বলকে দেয়া উচিত।' যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহার উপকরণ রয়েছে, সেটা যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। আবু সাঈদ খুদরি বলেন, মহানবি (সা.) এমনি করে বিভিন্ন জিনিসপত্রের নাম উল্লেখ করছিলেন। তাতে আমরা বুঝতে পারলাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র রাখার আমাদের কোনো অধিকার নেই।'[২৫]

হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা.) বলেন, 'আজ যে কথা আমি অনুধাবন করলাম, যদি প্রথম থেকে তা বুঝতে পারতাম তাহলে, এতটুকু বিলম্ব করতাম না এবং নির্দ্বিধায় বিত্তবানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে গরিব মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। [২৬]

হযরত আবু উবায়দা ও তিন শ’ সাহাবা (রা.) সর্ম্পকে এই বর্ণনাটি সহিহ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, একবার তাঁদের রসদপত্র প্রায় ফুরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নির্দেশ দিলেন, ‘তোমাদের যার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে আস। অতঃপর সব এক জায়গায় জড়ো করে তিনি সবার মধ্যে বন্টন করে দেন। তাতে তাঁরা কোনোভাবে মৃত্যু হতে রক্ষা পান। [২৭]

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, ‘বিত্তবানদের ধন-সম্পদে গরিবদের জীবিকার নূন্যতম চাহিদা পূরণ করা আল্লাহ তা‘আলা ফরয করে দিয়েছেন। যদি গরিবরা অন্নহীনতা, বস্ত্রহীনতা কিংবা অন্য কোনো আর্থিক বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সেটা শুধু এজন্য হবে যে, বিত্তবানরা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এজন্য তাদের শাস্তি দেয়া হবে। [২৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) এর উদ্ধৃতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ‘এ ব্যাপারে সকল সাহাবা (রা.) একমত ঘোষণা করেন, যে যদি কোনো লোক ক্ষুধার্ত, বিবস্ত্র থাকে কিংবা প্রয়োজনীয় বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হয় তবে ধনীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা তার ব্যবস্থা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।[২৯]

জীবনযাপনে মর্যাদাগত পার্থক্য

এ ক্ষেত্রে যদিও সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে, কিন্তু তার শ্রেণিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধিকার সমান নয়। আর এই পার্থক্য একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাত । কিন্তু তা সবার জন্য অবশ্যই হতে হবে। আর এই শ্রেণিগত পার্থক্য সংযত পর্যায়ে থাকবে। কোনো অবস্থায়ই তা মানুষের মধ্যে অত্যাচার-নিপীড়নের কারণ হতে পারে না। অর্থাৎ জীবনযাপনে শ্রেণিগত পার্থক্য একটা পর্যায় পর্যন্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ পার্থক্য মানব সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলবে, এক শ্রেণির অগ্রগতি, অপর শ্রেণির দুঃখ-দারিদ্রের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণি দ্বিতীয় শ্রেণির উদ্দেশ্য সাধনের উপাদানে পরিণত হবে ইসলাম এটা মোটেও সমর্থন করে না। জীবিকা ও জীবনধারণের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত পার্থক্য সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَا

অর্থাৎ আমরা পার্থিব জীবনে মানুষের জীবিকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। (আর তা এমনভাবে করা হয়েছে যে) জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাদের একদলকে অপর দলের উপরে মর্যাদা দিয়েছি।[৩০]

اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُوَيَقْدِرُ

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন।[৩১]

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ

অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের এককে অপরের স্থলবর্তী করেছেন এবং যা কিছু তোমাদের দেয়া হয়েছে তাতে পরীক্ষা করার জন্য একদলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। [৩২]

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّىْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের একদলের অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যাদের বেশি দেয়া হয়েছে তারা পারস্পরিক সমতার জন্য তা অধীনস্তদের দিয়ে দেয় না এটা কি আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি স্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন হচ্ছে না?' [৩৩]

ধন-সম্পদ জমা ও কুক্ষিগত করার বৈধতা

যেসব বিধি-ব্যবস্থায় মওজুদদারি ও পুঁজিবাদীর সুযোগ রয়েছে এবং ধন-সম্পদ বিকেন্দ্র ও বন্টন হওয়ার পরিবর্তে শ্রেণি ও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে আর সাধারণ মানুষ হয় নিঃস্ব ও দরিদ্র, ইসলাম তা কোন অবস্থায়ই সমর্থন করে না। ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা ও মজুদদারির নিষিদ্ধতা এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থাৎ 'যারা সোনা-রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদের আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। সেদিন এসব ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেওয়া হবে। (বলা হবে) তোমরা যা কিছু শুধু নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে এগুলো তো সেসব ধন-সম্পদ। সুতরাং তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছিলে, এখন তার স্বাদ চেখে নাও।'[৩৪]

كَيْ لَا يَكُوْنَ دَوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ফকির-মিসকিন, আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতিম-অনাথ প্রমুখের জন্য ব্যয় করার এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন) যাতে করে ধন-সম্পদ শুধু বিত্তবানদের মধ্যে পুঁঞ্জীভূত হয়ে না থাকে।'[৩৫]

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

অর্থাৎ সদকাসমূহ গরিব, মিসকিন ও সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, আর যাদের অন্তরে সত্য কালেমার আকর্ষণ সৃষ্টি করা আবশ্যক, গোলাম মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের দায়মুক্ত, আল্লাহর রাহে খরচ করা এবং মুসাফির বা ভ্রমণকারীদের জন্য এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।'[৩৬]

وَاَقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ 'তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।[৩৭]

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

অর্থাৎ 'আমি তাদের (নবিদের) নিকট ভাল কাজ করা, সালাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদানের জন্য ওহি নাযিল করেছি। আর তারা আমার উপাসনাকারী ছিল।'[৩৮]

وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের যা দান করেছি তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ কর।'[৩৯]

وَاَنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থাৎ 'আর আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করো না অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করাই নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করা।' [৪০]

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াসমূহ যাকাত ও সদকা প্রদান এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নির্দেশের প্রেরণা, সতর্কবাণী ও বিস্তারিত আলোচনা পবিত্র কুরআনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। আর এ সবের সারকথা হলো, ধন-সম্পদ জমা করার জন্য নয়, এসব হচ্ছে খরচ করার জন্য। ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের পরিবর্তে উপার্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা নিজের ও সমাজের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

ক্ষতিকর অর্থনীতির প্রতিরোধ মূলধন ও শ্রমে ভারসাম্য

ক্ষতিকর অর্থ ব্যবস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে কিংবা তা কোনো প্রকার সহায়তা লাভ করেত পারে অথবা শ্রম ও জীবনযাপনে বৈধ প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে যেতে পারে ' বেচাকেনা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো পদক্ষেপ নেয়াই জায়েয নয়। কারণ তাতে শ্রম ও পুজিঁর মধ্যে ভারসাম্য থাকবে না। এ জন্যই সুদযুক্ত সকল প্রকার কায়-কারবার, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার জুয়া, সবধরণের মওজুদদারি এবং অনুরূপ সকল প্রকার ক্ষতিকর চুক্তিকে ইসলাম অবৈধ ও ভ্রান্ত বলে সাব্যস্থ করেছে। লেনদেনের কোনো বিভাগই ইসলাম ক্ষতিকর অর্থব্যবস্থাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করেনি। কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলো এ নীতিরই সাক্ষ্য বহন করে:

وَاَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনাকে হালাল বা বৈধ করেছেন এবং সুদের কারবারকে হারাম করেছেন।[৪১]

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍاَثِيْمٍ

অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ সূদের কারবারকে বিলুপ্ত করেন এবং দান-খয়রাতে অগ্রগতি বিধান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না।'[৪২]

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও পাশা খেলা-এসব হচ্ছে শয়তানের জঘণ্য কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তোমরা এসব কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলো।'[৪৩]

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اِكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'ধ্বংস হোক তারা, যারা ওজন ও পরিমাণে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে যখন কিছু ওজন করিয়ে নেয় তখন পুরা ওজনেই নেয়। আর যখন কিছু অন্যকে মেপে দেয় তখন কিন্তু কমই দেয়।[৪৪]

وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

অর্থাৎ 'তেমরা সঠিকভাবে ওজন করে দাও।[৪৫]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের বিষয়-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে খাবে না। তবে হ্যাঁ, পাস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য হলে খেতে পার (প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী আপন পাওনা নিতে পারবে।[৪৬]

জীবিকা উপার্জনের প্রেরণা

ব্যক্তিগত জীবনধারণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ধাপ হলো, জীবিকার অন্বেষণ ও উপার্জন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদবির করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এ পৃথিবী হলো কর্মক্ষেত্র। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ افَانْتِشِرُوا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْامِنْ فَضْلِ اللهِ

অর্থাৎ 'সালাত শেষ হওয়ার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর (রিযিক) অন্বেষণ কর।'[৪৭]

الَّذِينَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ

অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর, তারা তোমাদের জীবিকার মালিক নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিকার জন্য প্রার্থনা কর।'[৪৮]

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

অর্থাৎ 'এবং কত লোক আছে, যারা পৃথিবীতে ঘুরে আল্লাহ তা'আলার (রিযিক) অন্বষেণ করে বেড়ায়।[৫৪]

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ফরয সালাত আদায়ের পর তোমরা জীবিকার জন্য পরিশ্রম করা ছাড়া ঘুমের (বা বিশ্রামের) নামও নিও না।'[৪৯]

মহান আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোনো কোনো গুনাহের মধ্যে এমন গুনাহও রয়েছে, যেগুলোর কাফ্ফারা শুধু জীবিকার অন্বেষণ চিন্তা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই হয়ে যায়।'[৫০]

হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের জীবিকা মাটিতে লুক্কায়িত খনিগুলোতে অনুসন্ধান কর। ওমর ইবন খাত্তাব (রা.) আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকার অন্বেষণ ছেড়ে অলস বসে না থাকে।[৫১]

সৈয়দ মুরতাজা যুবায়দী 'এহইয়াউল উলূমের' ব্যাখ্যা গ্রন্থে হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা.) এর উপরিউক্ত বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'বৈধ জীবনধারণের কোনো একটি পথ অবলম্বন করা প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে সে জীবিকার জন্য আয়-উপার্জন করতে সক্ষম হয়।[৫২]

জীবিকা উপার্জনের মৌলনীতি

পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদিস ও ইসলামি বিধি-বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কাউকে বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে জীবিকা উপার্জনের পরিশ্রম ও উদ্যোগ-আয়োজনের বেলায়ও কয়েকটি বিধান মেনে চলতে হবে। এসব নীতি বা বিধান একদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, অপরদিকে জীবিকা উপার্জনকারীকে আর্থিক সচ্ছলতার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক অগ্রগতিও দান করে। আর এজন্যই ব্যক্তিগতভাবে জীবিকার অন্বেষণকালে সবসময় দু'টি নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, উপার্জিত জীবিকা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো বৈধ পথে উপার্জন করবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ

অর্থাৎ 'হে মানবগোষ্ঠী! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে আহার কর। কখনো শয়তানের পথ অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৫৩]

وَكُلُوْامِمَّا رَزَقْكُمُ اللهُ حَلَلًا طَيِّباً

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যা কিছ রিযিক দান করেছেন, তার থেকে হালাল ও পবিত্র (রিযিক) খাও।'[৫৪]

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনি পবিত্র বস্তু থেকে খান এবং নেক কাজ করুন। আপনারা সে সব কাজ করুন নিশ্চয় আমি সেসব অবগত আছি।'[৫৫]

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অর্থাৎ 'এবং হে (নবি) আপনার জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে আর সকল অপবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে।'[৫৬]

ব্যয়ের মৌলিক নীতিমালা

এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হলো তিনটি। প্রথমত, কি ব্যয় করা হবে। দ্বিতীয়ত, কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে এবং তৃতীয়ত, কোথায় ব্যয় করা হবে। কি ব্যয় করা হবে এ প্রশ্নের উত্তর হলো হালাল ও পবিত্র পন্থায় যা কিছু উপার্জন করেছে, সেটাই তার জীবিকার পুঁজি। এখন কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে, এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির পবিত্র কুরআনের আলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশটি ব্যক্তি-জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

كُلُوْا وَاشْرِبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا

অর্থাৎ "পানাহার কর। অপব্যয় কর না। [৫৭]

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ

অর্থাৎ 'তোমরা কখনো অযথা ব্যয় কর না। শয়তানের ভাই' (খরচপত্রে) সীমা অতিক্রমকারীরা (সমতুল্য)।[৫৮]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত দু'টি আয়াতে নিজের হালাল ও বৈধ উপার্জন ব্যয় করার ব্যাপারে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ব্যয়ের বেলা ' ইসরাফ' ও 'তাবযির' যেন না হয়। আল্লামা মাওয়ার্দী এই দু'টি শব্দের পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: " ব্যয়ের পরিমাণে সীমা অতিক্রম করাকে বলা হয় 'ইসরাফ'। অনুরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করাকে তাবযির বলা হয়।'[৫৯]

সকল কর্মকাণ্ডেই শরী'আর বিধান মান্য করা ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কিছু কিছু পেশা, খাদ্য ও পানীয় এবং কর্মকাণ্ডকে হারাম বা অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। ঐসব কাজ করা এবং খাদ্য ও পানীয়ের ভোগ, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি সকল কিছু হারাম বা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ 'হে নবি! তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি? আপনি বলুন, এ দু'টির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ।'[৬০]

ধন-সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন সম্পদ আয় ও সুষ্ঠু বন্টনের উপরই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঁঞ্জীভূত হতে না পারে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। ইসলামি অর্থব্যস্থায় সমাজে আয়, ধন-সম্পদ বন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন

ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি আকিদা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। সেহেতু মহান আল্লাহর বিধানে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আয় ও ভোগের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামত ব্যয়েরও কোনো অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আল্লহ তা'আলার বাণী:

يَاَيُّهَا اَلَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَاتَاكُلُوْااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم

অর্থাৎ 'হে ঈমানদেরগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিম্বা ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তাহলে আপত্তি নেই।'[৬১]

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْم

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও অভাবীদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।'[৬২]

كَيْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।'[৬৩]

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ 'যারা স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও।'[৬৪]

সুতরাং ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালার আলোকেই উপর্যুক্ত কর্মপদ্ধতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে বৈষম্য ও বেইনসাফি হতে জনগণ রক্ষা পাবে।

যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন

ইসলামি অর্থব্যস্থার রূপরেখা অনুযায়ী যাকাত প্রদান ও তার যথাযথ ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের একটি অন্যতম বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বন্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদেরকে প্রকৃতপক্ষে বিত্তহীন শ্রেণিভূক্ত গণ্য করা হয়। এর আটটি খাতের মধ্যে রয়েছে গরিব, মিসকিন, যাকাত আদায় কর্মে নিযুক্ত কর্মচারি, ঋনগ্রস্থ, মুসাফির, চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও-মুসলিম ও ফি সাবিলিল্লাহ। তাছাড়া মানুষের অর্জিত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে প্রদান করা ইসলামের বিধান, যা ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ.

অর্থাৎ 'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে এর মাধ্যমে তুমি সেগুলেকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পার।'[৬৫]

اِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেনে,- অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সদকাহ ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।' [৬৬] যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও বর্ধিত হয়, যা অনাদায়ে কিয়ামতে কঠিন শাস্তির সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

সুদ বর্জন ও ইসলামি ব্যাংক এবং বিমার প্রচলন

ইসলামি অর্থব্যবস্থার স্বরূপ হিসেবে আরও একটি রূপরেখা হলো সুদের উচ্ছেদ। আজকের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটি অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। এ ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দু'শত বছরের ও বেশি সময় ধরে এবং সুদই হচ্ছে এর প্রধান চালিকা শক্তি। সুদ সমাজ শোষণের নিরব অথচ বলিষ্ট উপাদান । সুদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন

اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

'অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম কছেন।' [৬৭]

বর্তমান সময়ে সুদ উচ্ছেদ করতে হলে অন্যতম প্রধান কাজ হলো ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামি পদ্ধতির ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলামি অর্থব্যবস্থা কায়েম করা অসম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর নানা দেশে প্রায় আড়াই শত ইসলামি ব্যাংক ও বিনিয়োগ কোম্পানি সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিমার ক্ষেত্রেও ইসলামি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ইসলামি পদ্ধতির বিমা বা 'তাকাফুল' ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মানুষ তার জীবনের এবং ব্যবসায়ের ও পণ্যের নিরাপত্তার জন্য সুদভিত্তিক বিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর সুদ হতে বাঁচাবার জন্যই মুসলিম দেশসমূহে গড়ে ওঠেছে শরী'আহ সম্মত তাকাফুল কোম্পানি।[৬৮]

হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথে ব্যয়

ইসলামি বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল এবং কিছু কাজকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, ভোগ, বন্টন, উৎপাদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ বিধান প্রযোজ্য। ইসলামি বিধান অনুযায়ী কেউই স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

'অর্থাৎ 'হে মানবগোষ্ঠী! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে আহার কর। কখনো শয়তানের পথ অনুসরণ করোনা।'[৬৯] আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

فَكُلُوْامِمَّا رَزَقْكُمُ اللهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتِ اللهِ

'অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা যেসব খাদ্য দান করেছেন, তন্মধ্যে যা হালাল ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর। আর আল্লাহর অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' [৭০]

রাসুল (সা.) বলেছেন, اَلْفَضْلُ الْاَعْمَالِ اَلْكَسْبُ الْحَلَالِ 'সর্বোত্তম কাজ হলো বৈধ উপায়ে উপার্জন করা।'[৭১]
হালাল পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্য সে নিজের পছন্দমত যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোনো পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম উপায়ে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে ইসলাম অননুমোদিত পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ।

মাল মওজুদ করা নিষিদ্ধ

মূল্যবৃদ্ধি ও অধিক লাভের আশায় চল্লিশ দিনের অধিক মাল মওজুদ করে রাখা ইসলামি অর্থনীতিতে কঠোভাবে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ

'মূল্য বৃদ্ধির আশায় যে ব্যক্তি খাদ্য-দ্রব্য চল্লিশ দিন যাবৎ মওজুদ রাখে তার সাথে আল্লাহর এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।' [৭২]

করয হাসানা প্রবর্তন

ইসলামি অর্থব্যবস্থার আরো একটি স্বরূপ হলো কারয হাসানা প্রদান করা। ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কারয হাসানা অন্যতম। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নি কারবারে বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ের যত শোষণ ও যুলমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার জন্যই কারয হাসানা প্রবর্তন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
রাসূল কারিম (সা.) মদিনার জীবন হতে শুরু করে আব্বসীয় খিলাফতের পর পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিন শত বছরেরও বেশি এ দু'টি বিষয় ইসলামি সমাজে চালু ছিল বলেই সুদ এ অর্থনীতির ত্রি সীমানায় ঘেষঁতে পারেনি। এ ছাড়াও বায়তুল মাল হতেও কারয হাসানা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হতো না। এখনও সুষ্ঠুভাবে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলে সুদ নামক আপদ সমাজ হতে বিদায় নিতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,-

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً

অর্থাৎ 'কে সেই লোক যে আল্লাহকে কারয হাসানা দিতে প্রস্তুত আছে? কেউ যদি দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন।'[৭৩]

অবৈধ উপার্জনে নিষেধাজ্ঞা ইসলামি অর্থনীতিতে অবৈধ ও হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জনের সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি , ডাকাতি ও হাইজ্যাক ইত্যাদি উপায়ে অর্জন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হারাম বস্তুর ব্যবসাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, লটারি ও মূর্তি নাপাক বরং শয়তানের কাজ। সুতরাং উহা বর্জন কর।'[৭৪]

পবিত্র হাদিসের নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ (সা.) (পুরুষদের) রেশমি পোষাক, ফুল কাটা জরিদার রেশমি বস্ত্র, মোটা রেশমের পোশাক পরা, রেশমের তৈরি গদীতে বসা এবং রক্তিম রংয়ের পোশাক পরতে নিষিদ্ধ করেছেন।[৭৫]

রাসূল (সা.) বলেছেন," যে ব্যক্তি পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকারের পোশাক পরেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমান-লাঞ্চনার পোশাক পরাবেন।[৭৬]

রাসূল (সা.) বলেছেন," তোমরা মুসলিম (পুরুষ ও মহিলারা) সোনা, রূপার পাত্র ব্যবহার করো না।'[৭৭]

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন," সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা, রেশমি বস্ত্র ও ফুল কাটা জরিদার রেশমি পোশাক পরা এবং রেশমি কাপড়ের বিছানায় বসার ব্যাপারে রাসুল (সা.) আমাদের নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তির শরীরের মাংস ও চামড়া যুলম ও সুদ দ্বারা তৈরি হয়েছে, তার জন্য নরকের আগুনই শ্রেয়।[৭৮]

যাই হোক, জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিধান হলো, উপার্জিত বস্ত হালাল হতে হবে, হারাম হবে না। এখন যদি কেউ এসব মৌলিক নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক জীবনে পরিশ্রম করে জীবনোপকরণ উপার্জন করে; তাহলে তার এই উপার্জন ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হবে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি

বেকারত্ব এক সর্বগ্রাসী অভিশাপ। বেকারত্ব দারিদ্র ডেকে আনে এবং বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া অনেকে মূলধনের অভাবে কোনো কর্মের সংস্থান করতে পারে না। ইসলামি সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সরকারের। এজন্য ইসলামে নির্দেশিত যাকাত, সাদাকাহ, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের অভাব বিমোচন করা হয়। যাকাত ও সাদাকাহর অর্থ সংগ্রহ করে ইসলামি সমাজে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসৃষ্টি করা হয় এবং লোকদের বেকার হাতকে কর্মীর হাতে ও ভিক্ষুকের হাতকে দাতার হাতে পরিণত করে। ফলে আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহকালীন কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালীন মুক্তি বা শাস্তির এমন দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে দুনিয়াকে জীর্ণবস্ত্রের মতো ত্যাগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, খিস্টধর্মে সকাল পাপের ভারবহনকারী হবেন যীশু। হিন্দু ধর্মে কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুলিখিত অর্থনৈতিক আচরণ বিধি নেই। খিষ্ট, হিন্দু, ও ইয়াহুদি - পৃথিবীর এ তিনটি ধর্ম একযোগে পুঁজিবাদকে বরণ করে নিয়েছে। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ ইসলামে অর্থনৈতিক সুকৃতি বা হালাল কাজের জন্য ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করবে, গরিব-দুঃখীদের কোনো উপকারে সচেষ্ট হবে না, বরং হারাম কাজে অংশ নেবে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ।

সম্পদের মালিকানা

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা রাষ্ট্র নয়। মানুষ শুধুমাত্র ভোগ দখল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সম্পদ ব্যয় ও কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ' নিশ্চয়ই এ মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এর কিছু অংশের মালিকানা দিয়ে থাকেন'।

সমাজবদ্ধ জীবন

সমাজবদ্ধ জীবন বা জীবন ব্যবস্থার মর্যাদা ও গুরুত্ব একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব একটু ব্যতিক্রমধর্মী। ইসলাম বলেছে, সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার এ জন্য প্রয়োজন যে, সেটা ব্যক্তির কল্যাণ বিধানের উত্তম মাধ্যম বা উপায়। আর একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মানুষ বা ব্যক্তি তার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যও যথযথ সম্পন্ন করতে পারবে না। এজন্যই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তির চাইতে গুষ্ঠির সম্বোধনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বহুবচন শব্দের মাধ্যমে দলগতভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। নিম্নের আয়াতসমূহে আরো স্পষ্টভাবে এই সত্যটি প্রতিভাত হবে। কুরআনে বলা হয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَئَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ 'তোমাদের মানব জাতির জন্য উত্তম দল করে পাঠান হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহবান জানাবে এবং অকল্যাণ বা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ 'তোমর আল্লাহ ও তাঁর রাাসুলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' বা ব্যবস্থাপক রয়েছে তাদেরও অনুগত হও।'[৭৯]

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ 'তোমরা সবাই এক সঙ্গে শক্ত করে আল্লাহর রজ্জু ধর এবং বিক্ষিপ্তি হইও না।'[৮০]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলো ও পবিত্র হাদিসে জীবিকার ব্যাপারে হালাল ও পবিত্র এই দু'টি নীতিই উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে না। এছাড়াও আয়াতসমূহের সারকথা হলো ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণতা সামাজিক ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি অর্থব্যবস্থাই মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম একমাত্র অর্থব্যবস্থা।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা

মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় আয়-ব্যয় এবং উপায়-প্রণালী সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান তার রাসুল (সা.) এর আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নীতি বিধানকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলা হয়। আধুনিক অর্থব্যবস্থার মতো ইসলামি অর্থব্যবস্থাও মানুষের অর্থ-সম্পদ এবং তা উপার্জন ও ব্যয়ের মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থা যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষগুলো দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সমাজ থেকে অভাব অনটন দূর হয়। মানুষের মধ্যে বিত্ত ও ঐশ্বর্যের ব্যবধান কমে আসে। ইসলামি অর্থব্যবস্থার সমস্ত অবকাঠামো যাকাতের ভিত্তিতে আবর্তিত হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَاَقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর এবং রাসুলকে অনুস্বরণ কর সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।'[৮১]

সমন্বিত অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কেবল অর্থোপার্জন করে পৃথিবীতে বিত্তবান হয়ে পরকাল ভুলে থাকার কথা বলা হয়নি। আবার পরকালের জন্য পৃথিবীকে উপেক্ষা করতে বলা হয়িনি। বরং পৃথিবীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরকালের সাফল্য অর্জন করতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের আবাসন সন্ধান কর। তবে তোমার পৃথিবীর অংশ ভুলে যেও না।' [৮২]

সুদ মুক্ত অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থ লেনদেনের সকল পর্যায়ে সুদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,-اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' [৮৩]

সুষম বন্টন ব্যবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এখানে যাকাত প্রদানকে ধনীদের পক্ষ থেকে দারিদ্রদের প্রতি' করুণা' বলা হয়নি। বরং 'অধিকার' বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. অর্থাৎ 'তোমাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও অভাবীদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।'[৮৪]

গবেষণার ফলাফল

বক্ষমান গবেষণায় প্রাচীন ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন অভিমত, গবেষণা বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে যে ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে তা হলো-

- ইসলামি অর্থব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থা।
- ইহা একমাত্র স্থায়ী অর্থব্যবস্থা।
- এ অর্থব্যস্থা আর্থিক সমস্যা সমাধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত।
- সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থাই হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা।
- এ অর্থব্যবস্থা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা ।
- এ অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরি'আহ ভিত্তিতে প্রমাণিত ।

উপসংহার

এ উপমহাদেশে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে দু'টি সমস্যা। একটি হল সুদ প্রথা অপরটি সামন্ত প্রথা। এগুলোর সাথে এ অঞ্চলের অধিবাসিদের সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর। ফলে সুদ পরিস্থিতি অতীব ভয়াবহ।

তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দার আর্থিক দুরবস্থা ও দুঃখ-কষ্টের প্রধান কারণ হল এই সুদপ্রথা। এজন্য ঘোষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদ প্রথার কোনো অবকাশ নেই এবং এতে আর্থিক সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। যে সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। এরই প্রতিবিধানের জন্য ইসলামে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্য কঠোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোত্তম জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তাই আমাদের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে, আর ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। অতএব ইসলামি অর্থব্যবস্থাই হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র সোপান যা স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আল কুরআন, ৩০: ৪১
২. ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, ইসলামে অর্থ ব্যাংকিং বীমা ব্যবস্থা (ঢাকা: সোনালী সোপান ৩৮/৩ বাংলাবাজার, অক্টোবর ২০১৫), পৃ. ১
৩. মওলানা মহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার,১৯৫৬), পৃ. ২১
৪. মুফতী মুহাম্মদ ইছহাক, *দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা* (ঢাকা: দারুত তানফীয ১০৫, ফরিরাপুল, জুন ২০০৭), পৃ.৬
৫. মো. নুরুজ্জামান, *ইসলামের অর্থব্যবস্থা* (ঢাকা: পূর্বদেশ পাবলিকেশনস, পিয়ারীদাস রোড, ৩১ মে ১৯৯৯), পৃ. ১৯৩
৬. মো. মুজাহিদুল আসলাম, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা: মেসুমী বুক হাউস,৩৮/৪ বাংলাবাজার ২০০১), পৃ. ১০৪
৭. এম আবদুল্লাহ, *ইসলামের অর্থব্যবস্থা* (ঢাকা: প্রীতি অফসেট প্রেস, ৩৮-ই বাংলাবাজার, জানুয়ারী ১৯৯৯), পৃ. ৯২
৮. অধ্যাপক আ: খালেক, *প্রফেসর'স প্রকাশন* (ঢাকা: ৪/৫ বাংলাবাজার, আগষ্ট ১৯৯৪), পৃ. ৭
৯.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
১০ https://www.eionet.europa.eu/gemet/ar/concept/2510
১১. https://www.britannica.com/money/economics
১২. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইফাবা, জুন ১৯৮২), পৃ.৩৩৭-৩৩৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৭-৩৩৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬-৩৪৭

১৬. আল কুরআন, ১১: ৬

১৭. আল কুরআন, ৫১: ২২

১৮. আল কুরআন, ৬: ১৫১

১৯. আল কুরআন, ৫১: ৫৮

২০. আল কুরআন, ১৫: ২০

২১. আল কুরআন, ২: ২৯

২২. আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রহ.) *রুহুল মা'আনী*, খ. ২৪, পৃ. ২০১; *আল-বাহরুল মুহিত*, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ বৈরুত, খ. ৭, পৃ. ৪৮৪

২৩. আল কুরআন, ১৬: ৭১

২৪. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, পৃ. ২৫

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২৬. শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) (১২৬৮-১৩৩৯) *ইজাহুল আদিল্লাহ*, পৃ. ২৬৮

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৩০. আল কুরআন, ৪৩: ৩৩

৩১. আল কুরআন, ১৩: ২৬

৩২. আল কুরআন, ৬: ১৬৫

৩৩. আল কুরআন, ১৬: ৭১

৩৪. আল কুরআন, ৯: ৩৪-৩৫

৩৫. আল কুরআন, ৫৯: ৭

৩৬. আল কুরআন, ৫৯: ৭

৩৭. আল কুরআন, ২: ৪৩

৩৮. আল কুরআন, ২১: ৭৩

৩৯. আল কুরআন, ৬৩: ১০

৪০. আল কুরআন, ২: ১৯৫

৪১. আল কুরআন, ২: ২৭৫

৪২. আল কুরআন, ২: ২৭৬

৪৩. আল কুরআন, ৫: ৯০

৪৪. আল কুরআন, ৮৩: ১-৩

৪৫. আল কুরআন, ১৭: ৩৫

৪৬. আল কুরআন, ৪ : ২৯

৪৭. আল কুরআন, ৬২: ১০

৪৮. আল কুরআন, ২৯ : ১৭

৪৯. আল কুরআন, ৭৩: ২০

৫০. আলি ইবন আব্দুল মালিক আল- হিন্দি (১৪৭২-১৫৬৭) *কানযুল উম্মাল*, খ. ২, পৃ.১৩২

৫১. মুহি আল-দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী আল-হাতিমি আল-তা'লী ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০) *মু'জাম ইবন আল আরাবি*, খ. ২, হাদিস নং ১১৬৭, পৃ. ৫৯২

৫২. আলি ইবন আব্দুল মালিক আল- হিন্দি (১৪৭২-১৫৬৭) *কানযুল উম্মাল*, খ. ২, পৃ. ৩০১

৫৩. আল কুরআন, ২: ১৬৮

৫৪. আল কুরআন, ৫: ৮৮

৫৫. আল কুরআন, ২৩: ৫১

৫৬. আল কুরআন, ৭: ১৫৭

৫৭. আল কুরআন, ৭: ৩১

৫৮. আল কুরআন, ১৭: ২৬-২৭

৫৯. আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রহ.) *তাফসীরে রুহুল মা'আনী*, খ. ১৫, পৃ. ৫৯

৬০. আল কুরআন, ২: ২১৯

৬১. আল কুরআন, ৪: ২৯

৬২. আল কুরআন, ৫১: ১৯

৬৩. আল কুরআন, ৫৯: ৭

৬৪. আল কুরআন, ৯: ৩৪

৬৫ আল কুরআন, ৯: ৬৫

৬৬. আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, বাবুস সাদাকাহ, খ. ২. হাদিস নং ১৪৯৬, পৃ.১২৮,

৬৭. আল কুরআন, ২: ২৭৫

৬৮. মুফতী মুহাম্মদ ইছহাক, *দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা* (ঢাকাঃ দারুত তানফীয ১০৫, ফরিরাপুল, জুন ২০০৭), পৃ, ১১

৬৯. আল কুরআন, ২: ১৬৮

৭০. আল কুরআন, ১৬: ১১৪

৭১. আলি ইবন আব্দুল মালিক আল- হিন্দি (১৪৭২-১৫৬৭) *কানযুল উম্মাল*, খ. ৮, পৃ. ৯২২১; *মিশকাত*, আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী, দেওবন্দ, পৃ. ২৫

৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বাহ আব্দুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন ওছমান ইবন খাওয়াস্তী আল- আবসী (রহ.)(১৫৯-২৩৫) *মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ*, ইহতিকার অধ্যায়, খ. ৪, হাদিস ২০৩৯৬, পৃ.১৩১৩

৭৩. আল কুরআন, ২: ২৪৫

৭৪. আল কুরআন, ৫: ৯০

৭৫. আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারি,*সহিহুল বুখারি*, সহীহ বুখারী,কিতাবুল লিবাস, খ. ১১, হাদিস ১৯৯২৮, পৃ.৬৫

৭৬. মা'মার ইবন রাশেদ, *জামেয় মা'মার* (৯৬হি.) লিবাস অধ্যায়, খ. ১১, হাদিস ১৯৯২, পৃ. ৬৭

৭৭. *আত-তাজুল জামিয়া*, খ.২,পৃ. ১৩২

৭৮. মা'মার ইবন রাশেদ, *জামেয় মা'মার* (৯৬হি.) লিবাস অধ্যায়, খ. ১১, হাদিস ১৯৯২, পৃ. ৬৭

৭৯. আল কুরআন, ৪: ৫৯

৮০. আল কুরআন, ৩: ১০৩

৮১. আল কুরআন, ২৪: ৫৬

৮২. আল কুরআন, ২৮: ৭৭

৮৩. আল কুরআন, ২: ২৭৫

৮৪. আল কুরআন, ৫১: ১৯